সমকাল
16 MAR 2026

দেশের জ্বালানি, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বড় ঝুঁকিতে

সমকাল প্রতিবেদক

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকট কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত করবে। এ ছাড়া উৎপাদন পর্যায়ে সব খাতে ব্যয় বাড়বে। বেশি ব্যয়ে উৎপাদিত পণ্যের পরিবহন ব্যয়ও বাড়বে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরিসহ টানা চার মাস মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। উৎপাদন ব্যয়ের কারণে রপ্তানি খাত প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবে। এতে কমবে রপ্তানি আয়। অন্যদিকে, জনশক্তি রপ্তানি মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক হওয়ায় রেমিট্যান্স কমবে। এতে বিদেশি মুদ্রা আহরণে যে ঘাটতি তৈরি হবে, তাতে ডলারের বিপরীতে টাকার মান আবার অস্বাভাবিকভাবে কমে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার আগের সংকটকালে ফিরে যেতে পারে। ইরান যুদ্ধের ধাক্কা, জ্বালানি, রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে বড় ঝুঁকি সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর এই চাপ জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে।

গতকাল রোববার 'ইরান যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনে যুদ্ধের প্রভাব' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এই শঙ্কার কথা জানান অর্থনীতিবিদ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও জনশক্তি রপ্তানিকারকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আপৎকালীন জ্বালানি নীতি ও গ্যাস-বিদ্যুতের দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণ, রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা ও প্রবাসী শ্রমবাজার রক্ষায় দ্রুত ও সমন্বিত নীতি গ্রহণের পরামর্শ দেন তারা। এ ছাড়া জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়ানোসহ জ্বালানি কূটনীতি জোরদারের পরামর্শও উঠে আসে আলোচনায়। জ্বালানি পরিস্থিতি মাথায় রেখে আগামী বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেন বক্তারা।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিডিবিএল ভবনে ভয়েস ফর রিফর্ম ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। বক্তব্য দেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. মাসরুর রিয়াজ, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও শাশা ডেনিমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ শফিকুল আলম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. সাহাব খান, পাক্ষিক ম্যাগাজিন এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ারের সম্পাদক মোল্লা এম আমজাদ হোসেন, জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান। ভয়েস ফর রিফর্মের সহসমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর সভা পরিচালনা করেন।

জনজীবনে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সার্বিক প্রভাব তুলে ধরে ড. মাসরুর রিয়াজ বলেন, চলমান সংঘাতের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূলত তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। এগুলো হচ্ছে– জ্বালানি সরবরাহ ও দাম, রপ্তানি বাণিজ্য এবং বিদেশে কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স।

জ্বালানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বছরের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত এই তিন মাসে বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি এলএনজিবাহী কার্গো আসার কথা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সময়মতো আসতে পারেনি। অন্যদিকে, জ্বালানির দামও দ্রুত বাড়ছে। এতে সরকারের আমদানি ব্যয় ও ভর্তুকির চাপ বাড়বে।

রপ্তানি আয় নিয়ে উদ্বেগ

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস রপ্তানি খাতও যুদ্ধ এবং জ্বালানি পরিস্থিতিতে সংকটে পড়বে বলে উল্লেখ করেন বক্তারা। তারা বলেন, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সক্ষমতা আরও কমবে। যুদ্ধের কারণে ইতোমধ্যে কিছু ব্র্যান্ড-ক্রেতা রপ্তানি আদেশ স্থগিত করেছে।

শামস মাহমুদ বলেন, দেশের শিল্প খাত এমনিতেই নানা কাঠামোগত সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কসহ নানা কারণে গত টানা সাত মাস রপ্তানি কমছে। জ্বালানি অনিশ্চয়তা, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা হ্রাস– সব মিলিয়ে শিল্প খাত নতুন করে চাপে পড়তে পারে।

রেমিট্যান্স কমার আশঙ্কা

শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান বলেন, বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৪৫ শতাংশ আসে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) দেশগুলো থেকে। যুদ্ধের কারণে এই খাতে ইতোমধ্যে সংকট শুরু হয়ে গেছে। কয়েক দিন ধরে জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যারা কাজ করছেন তারা আছেন জীবন-মরণের ঝুঁকিতে। এখন তাদের বেঁচে থাকাই বড় চ্যালেঞ্জ।

ফাহিম মাশরুর বলেন, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে। সংঘাতের কারণে যদি তা কমে মাসে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, তাহলে বছরে বৈদেশিক মুদ্রায় বড় ঘাটতি তৈরি হতে পারে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ বছরে ১০ থেকে ১১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে জ্বালানি আমদানিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম দ্বিগুণের কাছাকাছি হলে এই ব্যয় ১৭ থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশ বছরে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ আমদানিতে। বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে এবং যুদ্ধজনিত সরবরাহ সংকটের কারণে সামনে লোডশেডিং বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অধ্যাপক ড. সাহাব খান বলেন, বর্তমান সংঘাত শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশ। ভবিষ্যতে জ্বালানি সরবরাহ, শ্রমবাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামোও পরিবর্তিত হতে পারে। তাই বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে।

মোল্লা এম আমজাদ হোসেন বলেন, জ্বালানি দুর্ভিক্ষে রয়েছে দেশ। এ নিয়ে সঠিক কোনো পরিকল্পনা নেই, নীতি নেই। বিপিসি আমলাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে আলোচনা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে গতকাল 'ইরান যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনে যুদ্ধের প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথিরা সমকাল

প্রথম আলো

16 MAR 2026

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার শঙ্কা

আলোচনা সভায় অভিমত

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রভাব নিয়ে ভয়েস অব রিফর্ম ও পলিসি এক্সচেঞ্জ আয়োজিত আলোচনা সভায় এই বক্তব্য উঠে আসে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন গবেষক ও বিভিন্ন খাতের বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিতে জ্বালানিসংকট ও মূল্যবৃদ্ধি সরকারের ঋণ ও ভর্তুকির বোঝা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ, দেশের ৬৩ শতাংশ প্রাথমিক জ্বালানি আমদানিনির্ভর। তাই দীর্ঘ মেয়াদে এই যুদ্ধ দেশের পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রপ্তানি এবং প্রবাসী আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে কৃচ্ছ্রতা সাধনের দিকে যেতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে লোডশেডিংয়ের পরামর্শও দেন তাঁরা।

গতকাল রোববার 'ইরান যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনে প্রভাব' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিডিবিএল ভবনে গতকাল সকালে যৌথভাবে এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গবেষণা সংস্থা ভয়েস ফর রিফর্ম ও পলিসি এক্সচেঞ্জ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভয়েস ফর রিফর্মের সহসমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর। মূল আলোচক ছিলেন পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ।

> **গত ২০ বছর দেশে গ্যাসকূপ খনন না করে দেশকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি নির্ভর করে তোলা হয়েছে। এখন ভুল পথে থাকা জ্বালানি নীতিও ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে।**
>
> **মাসরুর রিয়াজ**, চেয়ারম্যান, পলিসি এক্সচেঞ্জ

সভায় এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'গত ২০ বছর দেশে গ্যাসকূপ খনন না করে দেশকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি নির্ভর করে তোলা হয়েছে। এখন ভুলপথে থাকা জ্বালানি নীতিও ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে। আমাদের ৬৩ শতাংশ ডিজেল ব্যবহার হয় পরিবহন খাতে। গালফ বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ৮০ শতাংশ ক্রুড ওয়েল আমদানি করা হয়। এখন কাতার এলএনজি উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। তাতে বিশ্ববাজারে এলএনজির দাম বেড়ে গেছে ৬৩ শতাংশ। তাই এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে দেশের রিজার্ভ, মূল্যস্ফীতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায়।'

সভায় জ্বালানিবিষয়ক গবেষক শফিকুল আলম বলেন, 'বছরে আমাদের ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জ্বালানি আমদানি করতে হয়। জ্বালানি খাত আমদানিনির্ভর হওয়ায় দাম কিছুটা বাড়লেই বড় চাপ তৈরি হয়। এখন আমাদের ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ তেল থেকে উৎপাদিত হচ্ছে। তাই তেলের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১ টাকা ৬০ পয়সা বেড়ে যায়। তাই সরকার এক বছরে ১ থেকে দেড় হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।'

প্রয়োজনে লোডশেডিং

সভায় *এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার* ম্যাগাজিনের সম্পাদক মোল্লা এম আমজাদ হোসেন বলেন, দেশে জ্বালানি দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ খাতে সরকারে কাঁধে ইতিমধ্যে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের দায় রয়েছে। তাই প্রয়োজনে অনুৎপাদনশীল খাতে তিন ঘণ্টা লোডশেডিং করতে পারে সরকার।

ভয়েস ফর রিফর্মের সদস্য সৈয়দ হাসিব উদ্দিন বলেন, 'আমাদের ১০০ টাকা আয়ের ২৯ টাকা সুদ পরিশোধে আর ২১ টাকা চলে যাচ্ছে ভর্তুকি ব্যয়ে। নতুন সরকার বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে গেলে সরকারের ঋণ ও ভর্তুকি ব্যয় আরও বাড়বে। তাই সরকারকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবাই মিলে আমরা কৃচ্ছ্রতা সাধনে রাজি আছি।'

এ প্রসঙ্গে ভয়েস ফর রিফর্মের সহসমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর বলেন, কৃচ্ছ্রতা সাধনে জাতীয় ঐক্যমত্য দরকার। কোনো কারণে বিদ্যমান ঐক্যমত্য যেন সংকটে না পড়ে, সরকারকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রপ্তানি আদেশ স্থগিত হচ্ছে

আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ইতিমধ্যে রপ্তানি আদেশ স্থগিত করছে বলে জানিয়ে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, পোশাক খাত ভালো করছিল না, এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি এই খাতকে আরও নাজুক করে তুলছে। ভারতের সঙ্গে স্থলবন্দরগুলো চালু করতে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী, পুঁজিবাজারের অংশীজন আসিফ খান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক গবেষক সাহাব এনাম খান।

The Daily Star
16 MAR 2026

WTO MINISTERIAL CONFCE NEXT WEEK

Govt to rally support to defer LDC graduation

Also eyes assistance for China-led RCEP entry on the sidelines

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh will use the World Trade Organization's (WTO) 14th ministerial conference in Cameroon next week to garner support for deferring its graduation from the group of least developed countries (LDCs), said officials familiar with the matter.

The government last month asked the UN Committee for Development Policy (UN CDP) to extend the preparatory period for LDC graduation until November 2029. The committee discussed Bangladesh's request at its annual meeting in New York last month and has set up a process to evaluate the application.

"We will seek support from other countries at the WTO ministerial conference for the deferment of the country's LDC graduation," Commerce Secretary Mahbubur Rahman told The Daily Star over the phone yesterday.

Meanwhile, Bangladesh will also use the sidelines of the March 25-31 WTO conference in the Cameroonian capital of Yaoundé to pursue membership of the China-led Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) with cooperation from other countries.

Bangladesh has been trying to join the mega free trade agreement among Asia-Pacific countries for some years now.

Other priorities on Bangladesh's agenda for the conference include e-commerce, foreign direct investment, and fisheries subsidies. On the last item, Bangladesh has agreed to reduce funding for the fishing of rare and endangered species, Rahman said.

The secretary also informed that while the US reciprocal trade deal will be widely discussed at the conference, it is not on Bangladesh's formal agenda. "If any country wants to discuss this issue, then Bangladesh can participate in the discussion."

WTO reform is expected to dominate this year's ministerial, an area where Bangladesh may have limited involvement.

SUPPORT FOR GRADUATING LDCs

While Bangladesh is looking to get international support for its LDC deferment agenda, economists say it might be easier said than done.

The WTO does not have a separate, recognised group for graduating LDCs, according to a paper by Mustafizur Rahman, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, and Tanbin Alam Chowdhury.

Bangladesh will need to work within the LDC group, which is generally supportive of graduating members since all current LDCs will eventually transition out, the paper said.

It also recommended that Bangladesh take the lead in pursuing graduating LDC agendas at the conference.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), said it is difficult to predict how much support Bangladesh can secure for deferring graduation.

Gambia, as LDC coordinator, has proposed allowing LDCs and graduating LDCs with per capita real income below $1,000 -- measured using 1990 US dollar exchange rates -- to continue providing subsidies beyond graduation.

Under that criterion, Bangladesh would qualify to maintain subsidies in

But concrete decisions at the ministerial

ITEMS ON THE AGENDA

LDC ISSUES

- Bangladesh to lobby for LDC graduation delay
- Govt already asked UN to extend preparatory period to Nov 2029
- Gambia seeks subsidy continuation for graduating LDCs with per capita income below $1,000

ON THE SIDELINES ...

Bangladesh will push for China-led RCEP membership

Discuss e-commerce, FDI, and fisheries subsidies

Discussing US tariff issues not on agenda

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh will use the World Trade Organization's (WTO) 14th ministerial conference in Cameroon next week to garner support for deferring its graduation from the group of least developed countries (LDCs), said officials familiar with the matter.

The government last month asked the UN Committee for Development Policy (UN CDP) to extend the preparatory period for LDC graduation until November 2029. The committee discussed Bangladesh's request at its annual meeting in New York last month and has set up a process to evaluate the application.

"We will seek support from other countries at the WTO ministerial conference for the deferment of the country's LDC graduation," Commerce Secretary Mahbubur Rahman told The Daily Star over the phone yesterday.

Meanwhile, Bangladesh will also use the sidelines of the March 25-31 WTO conference in the Cameroonian capital of Yaoundé to pursue membership of the China-led Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) with cooperation from other countries.

Bangladesh has been trying to join the mega free trade agreement among Asia-Pacific countries for some years now.

Other priorities on Bangladesh's agenda for the conference include e-commerce, foreign direct investment, and fisheries subsidies. On the last item, Bangladesh has agreed to reduce funding for the fishing of rare and endangered species, Rahman said.

The secretary also informed that while the US reciprocal trade deal will be widely discussed at the conference, it is not on Bangladesh's formal agenda. "If any country wants to discuss this issue, then Bangladesh can participate in the discussion."

WTO reform is expected to dominate this year's ministerial, an area where Bangladesh may have limited involvement.

SUPPORT FOR GRADUATING LDCs

While Bangladesh is looking to get international support for its LDC deferment agenda, economists say it might be easier said than done.

The WTO does not have a separate, recognised group for graduating LDCs, according to a paper by Mustafizur Rahman, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, and Tanbin Alam Chowdhury.

Bangladesh will need to work within the LDC group, which is generally supportive of graduating members since all current LDCs will eventually transition out, the paper said.

It also recommended that Bangladesh take the lead in pursuing graduating LDC agendas at the conference.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), said it is difficult to predict how much support Bangladesh can secure for deferring graduation.

Gambia, as LDC coordinator, has proposed allowing LDCs and graduating LDCs with per capita real income below $1,000 -- measured using 1990 US dollar exchange rates -- to continue providing subsidies beyond graduation.

Under that criterion, Bangladesh would qualify to maintain subsidies in various sectors, Razzaque said.

Gambia has also sought an extension of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) for graduating LDCs, which would benefit Bangladesh by preserving its patent waiver facility on goods such as medicines

But concrete decisions at the ministerial conference will be difficult given fragmentation in global trade caused by US reciprocal tariffs and the US-Israel war on Iran, Razzaque said.

"If all the LDCs and graduating LDCs can raise their voice collectively, a few good decisions may come from the conference, because the WTO also has an agenda for LDCs," he added.

ITEMS ON THE AGENDA

LDC ISSUES

- Bangladesh to lobby for LDC graduation delay
- Govt already asked UN to extend preparatory period to Nov 2029
- Gambia seeks subsidy continuation for graduating LDCs with per capita income below $1,000

ON THE SIDELINES ...

- Bangladesh will push for China-led RCEP membership
- Discuss e-commerce, FDI, and fisheries subsidies
- Discussing US tariff issues not on agenda

The Financial Express

16 MAR 2026

Restore 20pc cash incentive for handicraft exports

Proposes industries ministry

FE REPORT

The Ministry of Industries has submitted a proposal to restore a 20 per cent cash incentive on handicraft exports, responding to a request from industry representatives seeking stronger policy support for the sector.

In an official communication issued on March 3, the ministry forwarded an application from Banglacraft urging the government to reinstate the incentive facility to boost export competitiveness and support the country's handicraft industry.

According to the letter, the handicraft sector plays a significant role in Bangladesh's rural economy, employment generation and foreign exchange earnings.

The ministry noted that the industry also contributes to women's economic empowerment, as a large share of entrepreneurs and workers involved in handicraft production are women.

Officials said that expanding export incentives could help entrepreneurs increase shipments to global markets, enhance product competitiveness and attract new investments in the sector.

The communication recalled that handicraft exporters earlier received 20 per cent cash assistance through the banking system under the supervision of the Bangladesh Bank (BB). However, the rate has gradually been reduced over time and currently stands at around 6.0 per cent in the FY 2024-25 fiscal framework, industry representatives said.

Banglacraft argued that restoring the previous level of support would help exporters cope with rising production costs and strengthen Bangladesh's position in international handicraft markets.

The ministry observed that increased incentives could encourage exporters, expand market access for small and medium enterprises, and stimulate economic activity in rural areas where most handicraft production takes place.

rezamumu@gmail.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা।